সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০১.১৩-২২৮ তারিখঃ ০৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেঃ

১। কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য-
১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন।

খ. কর্মসূচির মূল লক্ষ্যঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণে সহায়তার জন্য -
১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি;
৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং
৪. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি এবং
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

(গ) কর্মসূচির উপারভোগী বাছাই-
এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাইবেঃ
(১) সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি;
(২) নদী ভাঙ্গন ও প্রাকিৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২। খাদ্যশস্য/ নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করিবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই খাদ্যশস্য/নগদ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৩০% দুঃস্থতা এবং ৩০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলাওয়ারী বরাদ্দ করিবেন। উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রাখিয়া অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ টাকার ৫০% জনসংখ্যা ও ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে ইউনিয়নভিত্তিক পুনঃবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করিবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃ ইউনিয়নব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারিবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হইতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতিত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/ থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবলমাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(চ) এই মন্ত্রণালয় হইতে বিভিন্ন বাহিনী/সংস্থার অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(ছ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগষ্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment) বরাদ্দ জারী করিতে হইবে।

(জ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌছানো নিশ্চিত করিবেন।

(ঝ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাপ্ত খাদ্যশস্য / নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করা যাইতে পারে।

৩। প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/খাল খনন/পুনর্খনন, রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচনালা খনন/ পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিলা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না;

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করিতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারে;

(ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাহাতে সরিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা যেই উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হইলে রাস্তার মাটি ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে সেই উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য নগদায়ন করিয়া নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(চ) মাটির কাজের প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রয়োজনে HBB (ইটের রাস্তা নির্মাণ) করণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা নগদ অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(ছ) নির্মাণাধীন রাস্তায় ও নির্মাণাধীন/সংস্কারাধীন সরকারী পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখলরোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন করা যাইবে।

(জ) নির্মাণাধীন রাস্তার সীমানা এবং খননাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপন করা যাইবে।

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার প্যানেল স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন। এইরুপ প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করিতে হইবে।

৪। প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পসমূহ বাছাইপূর্বক উহার তালিকা এই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখিতে হইবে;

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্ধতন কর্তপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করিবে ;

(গ) Notional Allotment প্রাপ্তির পর স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকার বাহিরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না ; উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হইলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করিয়া অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপ বরাদ্দ করিতে পারিবে ;

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরীপ গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হইয়া রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/ আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগতা, সরকারী/বেসরকারী/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করিতে হইবে ;

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে। ইহা ছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হইবে সেই ক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হইলে সেইসব রাস্তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যাইবে ;

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরীপ ও প্রাক্কলন সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। উপজেলা কমিটি তাহা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করিবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করিবে ;

(ছ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে হইবে ;

(জ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করিবে ;

(ঝ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে ;

(ঞ) এই কর্মসূচির আওতায় এই মন্ত্রণালয় হইতে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের জন্য নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ/থোক বরাদ্দের (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত পৌরসভা এলাকায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদন করিবেন। তবে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বিবেচনা করা যাইবে ;

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর পৌরসভায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে ;

(ঠ) ২(ঘ), ২(ঙ) এবং ৪(ঞ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহায়তায় পরিপত্র অনুসারে বাস্তবায়ন করিবেন। বিশেষ প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রেও সাধারণ প্রকল্পের বিধান প্রযোজ্য হইবে ;

(ড) জেলা কর্ণধার কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হইতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবে এবং ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করিবে ;

(ঢ) প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই মর্মে নিশ্চিত হইবে ;

(ণ) ইউনিয়ন হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে তাহা জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করিতে হইবে ;

যাচাই-বাছাই উপ কমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ------------------------	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী ------	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে) -------	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি -------	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ---------	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে) ----------------	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান -------	সদস্য
ফিল্ড সুপাভাইজর -----	সদস্য
পিআইও -------	সদস্য-সচিব

(ত) প্রস্তাবিত প্রকল্প কারিগরী ত্রুটিমুক্ত, অন্যকোন সংস্থা বা কর্মসূচির আওতায় ইহা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই এবং প্রকল্পের নগদায়ন অংশের (যদি থাকে) প্রাক্কলন যথাযথভাবে করা হইয়াছে মর্মে কমিটিকে প্রত্যয়ন করিতে হইবে ;

(থ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল ইউপি মেম্বার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রমুখকে প্রদান করা যাইতে পারে এবং ইউপি নোটিশবোর্ডে প্রচার করা যাইতে পারে ;

(দ) ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সাইনবোর্ডে প্রকল্প তালিকা প্রচার করা যাইতে পারে ;

(ধ) ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটর করিতে হইবে ;

(ন) যেই সকল নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের পদ শূন্য বা মাননীয় সংসদ সদস্য বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগরত বা মামলায় জড়িত থাকিয়া পলাতক বা জেল হাজতে আছেন সেই সকল নির্বাচনী এলাকার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিপত্র অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হইতে প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করিয়া একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতক্রমে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন; এবং

(প) মাটির কাজের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যেই সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে তাহা হইলঃ

(১) পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিয়া প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না;

(৩) সরকারী খাস জমি বা রাস্তার পার্শ্বস্থিত খাল খনন/পুনর্খননের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে;

(৪) পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না; এবং

(৫) বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কারে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

(ফ) সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যেই সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে, তাহা হইলঃ

(১) পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নাই এমন প্রতিষ্ঠানেও ওই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে;

(২) আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্পে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে;

(ব) নিবন্ধিত এতিমখানা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান থাকিলে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে ।

৫। প্রকল্পপ্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

(ক) মাটির কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হইবে ৮ (আট) মেঃ টন চাউল অথবা ৯ (নয়) মেঃ টন গম অথবা ৮ (আট) মেঃ টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা। গম এবং চাউলের অর্থনৈতিক মূল্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়নওয়ারী বিভাজনে কোন ইউনিয়ন সর্বনিম্ন সিলিং (৮ (আট) মেঃ টন চাউল অথবা ৯ (নয়) মেঃ টন গম অথবা ৮ (আট) মেঃ টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা) অপেক্ষা কম পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হইলেও সর্বনিম্ন হারে অন্তত ১টি প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) মাটির কাজের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সহিত অন্যান্য নির্মাণ/মেরামতের কাজে যেইখানে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে সেই সকল কাজে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভার্ট, ব্রীজ এপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য গম/চাউল নগদায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ৪(ঙ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে। তবে এই কাজের জন্য বিক্রিত গম/চাউলের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের কম হইতে পারিবে না।

(গ) সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সম্পুর্ন বিক্রয় করিয়া নগদগায়ন করিতে হইবে ।

৬। বিভিন্ন বাহিনী ও সংস্থার অনুকূলে সম্পদ বরাদ্দকরণ

(ক) বিভিন্ন বাহিনীর (সামরিক, বিজিবি, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্য বাহিনী ও সংস্থা) নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন এলাকায় সংস্কার/ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অবশ্যই কাবিখা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিপত্র অনুযায়ী হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে খাদ্য পরিকল্পনা পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) এর নীতিগত অনুমোদন লাগিবে ;

(খ) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রকল্প তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত প্রকল্প স্থানীয় জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত রাখিয়া বাস্তবায়ন করিতে হইবে ;

(গ) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য নিকটবর্তী খাদ্যগুদাম হইতে উত্তোলন করিতে হইবে। তবে কোন যৌক্তিক অন্য কোন কারণে অন্যরুপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে খাদ্য মন্ত্রণালয় এই মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ; এবং

(ঘ) অর্থ বছর শেষে নির্ধারিত ছকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় নাই মর্মে বিবেচনা করা যাইবে।

৭। প্রকল্পের ডিজাইন/নমুনা

(১) রাস্তা/ রাস্তা-কাম-বাঁধের ডিজাইন/নমুনা রাস্তা/রাস্তা-কাম-বাঁধের ডিজাইন/নমুনা নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) উপরিভাগের প্রস্থঃ রাস্তার উপরিভাগের প্রস্থ হইবে সর্বনিম্ন ২.৫ মিটার;

(খ) রাস্তার উচ্চতাঃ রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার (Flood Level) স্তরের উপর কমপক্ষে ০.৭৫ মিটার হইতে হইবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক অবস্থাভেদে ইহা শিথিলযোগ্য হইবে;

(গ) সাইড স্লোপঃ সর্বোচ্চ সাইড স্লোপ মাটির প্রকারভেদের উপর নির্ভর করিবে। নিম্নের মাটির প্রকারভেদ হিসাবে সাইড স্লোপ উল্লেখ করা হইলঃ-

১। কাদা মাটি	: ১:৩	২। পলিযুক্ত কাদা মাটি	: ১:১.৫
৩। কাদামুক্ত পলিমাটি	: ১:১.৫	৪। পলিমাটি	: ১:২
৫। বালিমাটি	: ১:৩		

(ঘ) বার্মঃ প্রয়োজনে রাস্তার প্রকারভেদে রাস্তার তলদেশের উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ৩-৫ ফুট (০.৭৫-১.৫ মিটার) বার্ম রাখিতে হইবে;

(ঙ) মাটি ভরাট প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থায়ী সমতলকে RL ধরিয়া প্রাক ও কর্মোত্তর জরীপ হিসাব করিতে হইবে;

(চ) মাটির প্রাপ্যতা বিবেচনায় লিডের সংখ্যা ১০টি পর্যন্ত অনুমোদন করা যাইবে।

(ছ) হাওড়, বাওড় ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ, রাস্তা, খাল ও পুকুর ইত্যাদি প্রকল্পের মাটির কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ম্যানুয়াল অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) সোলার প্যানেল এর ডিজাইন/নমুনাঃ

(ক) সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হইবে;

(খ) বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ডিজাইন সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করিতে হইবে ।

৮। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

(ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

(১) জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	- উপদেষ্টা
(২) জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(৩) পুলিশ সুপার	- সদস্য
(৪) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	- সদস্য
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
(৬) পৌরসভার মেয়র (সকল)	- সদস্য
(৭) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য
(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	- সদস্য
(৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
(১০) জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়)	- সদস্য
(১১) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- সদস্য
(১২) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- সদস্য
(১৩) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	- সদস্য
(১৪) উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	- সদস্য
(১৫) উপ-পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
(১৬) জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	- সদস্য
(১৭) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	- সদস্য
(১৮) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	- সদস্য-সচিব

(খ) জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(১) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
(২) অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারীকরণ;
(৩) জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকরণ;
(৪) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হইতেছে কিনা এবং শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হইতেছে কিনা উহার নিশ্চয়তা বিধান;
(৫) উপরন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসিলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;
(৬) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরীকৃত সম্পদের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া উহার উপর যথাসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(৭) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৮) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;
(৯) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠান না করিয়া যথেষ্ট সময় লইয়া পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠান করা;
(১০) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করিয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেইসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাইবে তাহা লইয়াই সভা অনুষ্ঠান করিয়া প্রকল্প অনুমোদন করা ; এবং
(১১) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হইতে প্রকল্প তালিকা পাইলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তাহা অনুমোদন করা।

(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

১। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সহ সভাপতি
৪। উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়	সদস্য
৫। উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ. স্বা. প্র)	সদস্য
১৩। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪। উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫। উপজেলার ২জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

(১) অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ;
(২) প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা;
(৩) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
(৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
(৫) সরকারী কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া তাহা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৭) কমিটি সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

(৮) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করিয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেই সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাইবে তাহা লইয়াই সভা অনুষ্ঠান করিয়া প্রকল্প অনুমোদন করা ;

(৯) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হইতে প্রকল্প তালিকা পাইলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তাহা অনুমোদন করা;

(১০) ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় থাকার ব্যবস্থা করা; এবং

(১২) পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া পিআইসি গঠিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া উপজেলা কমিটি পিআইসি অনুমোদন করা।

(ঙ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি

(১) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	-সভাপতি
(২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	-সদস্য
(৩) ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	-সদস্য
(৪) ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	-সদস্য
(৫) বিআরডিবি মাঠ সহকারী	-সদস্য
(৬) ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলা প্রতিনিধি ৩ সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ৩ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
(৮) ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	-সদস্য সচিব

(চ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটির কর্মপরিধি

(১) ইউপি সদস্য/সদস্যা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ তাহা উপজেলা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রণীত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা;

(২) প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(৩) প্রতি মাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(৪) বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(৫) প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইয়া কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(৬) প্রত্যেক সভার নোটিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিয়া উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানানো;

(৭) প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বেই প্রতিটি প্রকল্পের সাইন বোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করা; এবং

(৮) সর্বাধিক জনগণের সমাগম হয় এমন ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সকলের অবগতির জন্য ইউনিয়নের সকল প্রকল্পের তালিকার সাইনবোর্ড স্থাপন।

(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

(১) অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে ;

(২) সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে। উপজেলা কমিটি দাখিলকৃত প্রকল্প কমিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবে। কোন বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হইলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই ইউনিয়নের অধিবাসী হইতে হইবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্তত:পক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকিবেন। চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫ জন হইবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বারগণের মধ্য হইতে প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনীত

হইবেন। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেম্বার অনুপস্থিত থাকিলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্যকোন মেম্বারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) কমিটিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নিকটবর্তী কোন ওয়ার্ডের যে কোন একজন নির্বাচিত সদস্য, স্কুল শিক্ষক (বেসরকারী) ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকিবেন।

(৫) জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বা অন্য কোন সদস্যকে প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা যাইবে। অন্য ৪ সদস্য পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা যাইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হইলে অন্য কোন শিক্ষককে সদস্য-সচিব করা যাইবে - তবে উভয় ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্মতি আছে কিনা ইহার প্রমাণস্বরুপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব ফরমে (সংলগ্নী-১) সকলের স্বাক্ষর থাকিবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিবের ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি এই ফরমের সাথ সংযুক্ত করিতে হইবে। উক্ত ফরম একই সাথে সদস্যদের নমুনা স্বাক্ষরের ফরম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৭) প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে। কিন্তু কোন একটি প্রকল্প যদি একাধিক ইউনিয়ন অতিক্রম করে তবে একটি প্রকল্পে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করিয়া কমিটি গঠন করা যাইবে। একাধিক ইউনিয়ন ব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নের অংশে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৫০ মে.টনের বেশি হলে সেই ইউনিয়ন অংশের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাইবে। একই ইউনিয়নাধীন কোন একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ মেঃ টনের বেশী হইলে সেই প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাইবে।

(৮) একই অর্থবছরে কোন ইউনিয়নে ৩টির অধিক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প থাকিলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মহিলা (চেয়ারম্যান বা সদস্যাদের মধ্য হইতে) হইবে।

(৯) কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি ২ (দুই)টির বেশী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন না এবং কোন সরকারী কর্মচারী প্রকল্প কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবেন না। তবে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হইতে পারিবে।

(১০) ইতোপূর্বে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচির, খাদ্যশস্য, ত্রাণ সামগ্রী বা অর্থ ও মালামালসহ কোন প্রকার সরকারী সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে অথবা অভিযুক্ত হিসাবে যাহাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে অথবা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তে জনগণের সম্পত্তি অপব্যবহার বা আত্মসাত করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে এই কমিটিতে কোনক্রমেই প্রকল্প চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাইবে না।

(১১) যদি কেহ পূর্ববর্তী বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি প্রকল্পে ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার হিসাব অর্থাৎ মাষ্টাররোল/বিল ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি দাখিল না করিয়া থাকেন অথবা ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া থাকেন তবে তাহাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাইবে না।

(১২) যদি কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন উপরোক্ত নিয়মের পরিপন্থী হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যাইতে পারে।

(১৩) প্রকল্প তালিকা উপজেলায় প্রেরণের সময় পিআইসি গঠন করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৪) সোলার প্যানেল /বায়োগ্যাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(জ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি আই সি) এর দায়িত্বাবলী

(১) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান, প্রকল্প সেক্রেটারী, শ্রমিক সর্দার ও সুপারভাইজারগণের সহায়তায় প্রকল্পের মাপ গ্রহণ করিবেন এবং হিসাব-নিকাশ, নথিপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাকে চাহিবামাত্র প্রকল্প সংক্রান্ত সকল হিসাব-নিকাশ ও নথিপত্র দেখাইবেন। তিনি পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবেন। বিধি বহির্ভূত কোন সম্পদ/নগদ টাকা ব্যয় করিলে তাহার যাবতীয় দায়দায়িত্ব পিআইসির উপর বর্তাইবে।

(২) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ একক বা যৌথভাবে প্রত্যেকেই দায়ী থাকিবেন। প্রকল্প কমিটির প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠান করিবেন।

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান নিজে বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির মারফত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও তাহা শ্রমিকদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বিধি অনুসারে বিতরণের জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি ব্যয়িত সম্পদের মাষ্টাররোল এবং অন্যান্য হিসাব পত্রাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) সাধারণ বরাদ্দের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকে বিধায় কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদ দায়ী থাকিবে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রকল্প সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের জন্য উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) প্রথম কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের প্রাক্কালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারী ''প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকিবেন'' মর্মে একটি আইন সম্মত চুক্তিনামা (সংলগ্নী-২ অনুযায়ী) স্বাক্ষর করিবেন। উহা ৩০০/- (তিনশত) টাকার বা বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সম্পাদন করিতে হইবে।

(৬) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প চেয়ারম্যান এর মৃত্যু হইলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে বা অপসারিত হইলে বা দন্ডপ্রাপ্ত হইলে প্রকল্প সেক্রেটারীর উপর দায়িত্ব বর্তাইবে। কমিটি অতি শীঘ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। গৃহীত সম্পদ ও বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে কমিটির সকল সদস্য সমভাবে দায়ী থাকিবেন।

৯. বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির দায়িত্ব

(ক) বিভাগীয় কমিশনার

(১) বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকগণের সাথে মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে কাবিখা/টিআর প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(২) বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা সফরে গেলে সেই জেলার কাবিখা/টিআর প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করিবেন;

(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনারগণের সহিত সমন্বয় সভায় তিনি এই কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করিবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক

(১) জেলা প্রশাসকগণ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবেন।
(২) তিনি প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করিবেন এবং সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন।
(৩) তিনি উপজেলা সফর করিলে উপজেলার বাস্তবায়নাধীন কাবিখা প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করিবেন।

(৪) তিনি জেলা কর্ণধার কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চিয়তা বিধান করিবেন এবং কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ যাহাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন তাহার নিশ্চিয়তা বিধান করিবেন।

(৫) বর্ষা/প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিতে মাঠের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড়করণের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) কর্ণধার কমিটিতে গৃহীত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের পর প্রকল্পওয়ারী খাদ্যশস্য/টাকা সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে এবং বিশেষ/নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ আদেশ (জি,ও) জারী করিবেন। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সকল বরাদ্দ আদেশ সার্কেল অফিসারের বরাবরে জারী করিতে হইবে।

(৭) প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের পর পরই অনুমোদিত প্রকল্প তালিকার ১ কপি, প্রকল্প প্রাক্কলন ছকের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (সংলগ্নী ছক মোতাবেক), উপজেলার গৃহীত প্রকল্পের অবস্থান দেখাইয়া উপজেলার এক কপি মানচিত্রসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করিবেন।

(৮) তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক এই সংক্রান্ত অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা

(১) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্পসমূহের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে তাঁহার পরিদর্শন রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন।

(২) তিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাজের অগ্রগতির সমন্বয় করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি পিআইওদের মাসিক বৈঠক আহবান করিবেন এবং মাসের ৪ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসিক বৈঠকের কার্যবিবরণী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এবং মন্ত্রণালয়ের কাবিখা কর্মসূচি অনুবিভাগে প্রেরণ করিবেন। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবার পূর্বে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলার সকল পিআইওগণের সহিত পর্যালোচনা সভায় মিলিত হইবেন এবং প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করিয়া উহার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন। প্রয়োজনবোধে এক উপজেলার প্রকল্প প্রস্তাব অন্য উপজেলার পিআইও দ্বারা পরীক্ষা করানো যাইতে পারে। এইভাবে প্রাপ্ত সকল প্রস্তাবসমূহের কারিগরি ও বিধিগত দিক পরীক্ষান্তে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট প্রেরিত হইলে উহার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পিআইও দায়ী হইবেন। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের সঠিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ যে কোন সময় পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতে পারিবেন।

(৪) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মাসে অন্ততঃ ১৫(পনের) দিন জেলার বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করিবেন এবং প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখে ও ২৫ তারিখে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন। উক্ত প্রতিবেদনের এক কপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি অনুবিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা তাহার জেলাধীন প্রতি উপজেলার মোট প্রকল্পের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১০% প্রকল্পের প্রাক-জরীপ যাচাই, পরিবীক্ষণ ও কর্মোত্তর জরীপ গ্রহণ করিবেন এবং কমপক্ষে ১৫-২০% প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন এবং যথাসময়ে প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

(১) এই পরিপত্র অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের সাধারণ বরাদ্দের সকল কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়নে সব ধরনের কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন।

(২) কাবিখা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্মপরিধি অনুযায়ী কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) তিনি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার উপজেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করিবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে তিনি তাহা ত্বরিৎ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) তিনি পরিপত্রের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড়করণের অনুমোদন দিবেন এবং খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করিবেন। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৬) সময়ে সময়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সরকার প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

(ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশমালা ও পরিপত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) প্রতিমাসে যাহাতে উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) তিনি ঘন ঘন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করিয়া প্রকল্পের খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবেন ও উপজেলা কমিটিকে অবহিত করিবেন।

(৪) তিনি সাধারণ বরাদ্দের প্রকল্পের চূড়ান্ত পরিমাপ লেভেল বহিতে লিপিবদ্ধ আছে কিনা তাহা যাচাই ও স্বাক্ষর করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে চূড়ান্ত কিস্তির খাদ্যশস্য /নগদ টাকা ছাড়ের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৫) তিনি বিশেষ প্রকল্পের চুড়ান্ত পরিমাপ লেবেল বহিতে লিপিবদ্ধ আছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া চুড়ান্ত কিস্তির খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা ছাড়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) তিনি ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান মনিটর করিবেন এবং এতদউদ্দেশ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রেরণ নিশ্চিত করইবেন।

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

(১) পিআইও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পের সার্বিক তত্বাবধানে থাকিবেন।

(২) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের নথিতে প্রয়োজনীয় সঠিক মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা'র।

(৩) পিআইও বার বার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করিবেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত কর্তিত মাটির খাদের মাপ পরীক্ষাপূর্বক কর্তিত মাটির পরিমাণ যাচাই করিয়া সম্পাদিত কাজের গুণগত মান নির্ধারণ করিবেন এবং শ্রমিকগণ যাহাতে সময়মত তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

(৪) পিআইও প্রকল্পের ডিজাইন ও নির্দেশাবলী যাচাই করিবেন এবং বাস্তবায়ন কমিটিকে কর্মসূচির নিয়ম কানুন ও কারিগরি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন। তিনি প্রকল্পের ডিজাইন শীট এবং পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশের কপি পিআইসি কে সরবরাহ করিবেন।

(৫) সম্পদ ছাড় করণের প্রস্তাব/সুপারিশ করিবার পূর্বে পিআইও অবশ্যই প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং সম্পাদিত কাজ যাচাই করিয়া দেখিবেন এবং নির্ধারিত ছকে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৬) পিআইও প্রয়োজন মোতাবেক সরকারী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণকে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৭) তিনি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করিয়া পৃথক হাল নাগাদ নথি সংরক্ষণ করিবেন। প্রকল্পের যাবতীয় দলিলপত্র যথা মূল প্রকল্প ছক, লেভেলবহি, বরাদ্দ আদেশের অনুলিপি, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন সংক্রান্ত অধিযাচন ফরম ও অর্পণাদেশ জারীর অনুরোধপত্র, তদারকি, পরিধারণ ও পরিদর্শনের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হইতে প্রতি কিস্তি মাষ্টাররোলসহ অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণের সময় প্রাপ্তি রশিদ অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন, পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ সকল লেনদেনের বিবরণীও এই নথিতে সংরক্ষিত হইবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র মাষ্টাররোলসহ এই

নথিতে নথিভুক্ত হইবে এবং প্রাপ্ত নথিপত্রের জন্য উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে রশিদ প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং নিরীক্ষকগণের সম্মুখে চাহিবামাত্র উপস্থিত করিবার জন্য পিআইও দায়ী থাকিবেন। প্রকল্পের পরিমাপ বহিতে ও লেভেলবহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পরিমাপ বহি ও লেভেল বহি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণের পর সংরক্ষণ করিবেন। তিনি প্রকল্পের চূড়ান্ত পরিমাপ গ্রহণ ব্যতিরেকে শেষ কিস্তির সম্পদ/নগদ টাকা ছাড় করণের প্রস্তাব পেশ করিবেন না।

(৮) তিনি উত্তোলিত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য প্রাপ্ত মাষ্টাররোল/ভাউচারাদি বিধি মোতাবেক সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট নথিতে পেশ করিবেন।

(৯) তিনি প্রকল্পের প্রাক-পরিমাপ ও চুড়ান্ত পরিমাপের সময় প্রকল্পের ফটো/ছবি সংগ্রহ করে তা নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(১০) তিনি নিজে ইউনিয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন অথবা উপজেলা কমিটির অন্য সদস্যদের উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে সহায়তা করিবেন।

(ছ) সর্দার ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্দার বলিতে কর্মরত শ্রমিক সর্দারকে বুঝাইবে। তিনি দলীয় শ্রমিকদের দ্বারা মনোনীত হইবেন, প্রকল্প কমিটি কর্তৃক নহেন। তিনি শ্রমিকদের সাথে মাটির কাজ করিলে মজুরীর অংশ পাইবেন । অন্যথায় তিনি শুধুমাত্র সর্দারী প্রাপ্য হইবেন।

(২) সুপারভাইজার বলিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভায় এই সুপারভাইজার নিয়োগ অনুমোদনপূর্বক সুপারভাইজারের নাম ও ঠিকানা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সর্দারসহ প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের একটি দলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণতঃ একজন সুপারভাইজারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

সুপারভাইজারের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ-

১. শ্রমিকদের পরিচালনা করা,
২. প্রকল্প কমিটিকে মাপ গ্রহণে সহায়তা করা,
৩. নির্ধারিত ডিজাইন ও নির্দেশ মোতাবেক কাজের নিশ্চয়তা বিধান,
৪. শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সময় উপস্থিত থাকা,
৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৬. সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করিলে তিনি পারিশ্রমিক পাইবেন না।

১০. বরাদ্দ আদেশ জারি, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, বন্টন এবং হিসাব সংরক্ষণ

(ক) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির সাধারণ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যানের অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারী খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করিয়া বরাদ্দ আদেশ (G.O) জারী করিবেন। একই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হইতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যানের অনুকূলে প্রেরণ করিবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুসঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হইলেই সাধারণ বরাদ্দ ক্ষেত্রে নথিতে উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যানের অনুমোদন লইয়া এবং বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের নিকট প্রথম কিস্তির খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য অধিযাচন পত্র দাখিল করিবেনঃ

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং তাহা পরিপত্র অনুযায়ী অনুমোদন।
২. প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন।
৩. প্রকল্প কমিটি কর্তৃক চুক্তিনামা সম্পাদন।
৪. মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট সম্পাদন ও মেজারমেন্ট রিপোর্ট নথিতে সংযোজন ।
৫. সোনার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্লান্টের জন্য অনুমোদিত নকশা/ডিজাইন ও প্রাক্কলন নথিতে সংযোজন ।

মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ২৫% এর বেশী পরিমাণ কোন একক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে না। সোলার প্যানেল/বায়োগ্যাস প্লান্টের জন্য ইহার পরিমাণ হইবে ৫০%

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার বরাবরে অর্পনাদেশ জারির অনুরোধপত্র প্রেরণ করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৫) এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করিবেন। প্রকল্প কমিটির চাহিদা প্রাপ্তির পর পিআইও চাহিদার যথার্থতা যাচাই করিবেন এবং অর্পণাদেশ জারির কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে সুপারিশ পেশ করিবেন। প্রথম কিস্তির পরবর্তী কোন কিস্তির খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার অর্পণাদেশ জারির পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজের মাপ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পরিশোধের হিসাব এবং কাজের অগ্রগতির নথিপত্রসমূহ পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং পিআইও এর মারফত যাচাই করিয়া লইবেন। প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে পরিদর্শন/পুনঃযাচাইপূর্বক সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন লইয়া এবং বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে খাদ্যশস্যের/নগদ টাকা অর্পণাদেশ জারির অনুরোধপত্র উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার বরাবরে প্রেরণ করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর সম্বলিত চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে এবং স্থানীয় এল এস ডি/সি এস ডি এর বরাবরে খাদ্যশস্যের ডি ও জারি করিবেন এবং উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার নগদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন । পূর্ববর্তী কিস্তিতে প্রদত্ত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার অন্ততঃপক্ষে ৭৫% মাষ্টার রোল সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার অর্পণাদেশ দেওয়া যাইবে না। প্রকল্পের কোন অনিয়ম বা সম্পদ অপচয়ের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা পিআইও উভয়কে সতর্ক থাকিতে হইবে।

(ঘ) পূর্ববর্তী অর্পণাদেশের আনুমানিক ২৫% খাদ্যশস্য/নগদ টাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির হাতে অবশিষ্ট থাকিতেই দ্বিতীয় এবং অনুরূপভাবে তদপরবর্তী পর্যায়ের অধিযাচনপত্রসমূহ দাখিল করিতে হইবে।

(ঙ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুমোদিত কাজে যেই পরিমাণ খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ব্যবহার করা সম্ভব ঐ পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন না করিবার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ খাদ্যশস্য/নগদ টাকা কিস্তিতে অগ্রিম প্রদানের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করিবার পূর্বে পিআইও প্রকল্পের নথিপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং প্রকল্প পরিদর্শন করিয়া চাহিদার যৌক্তিকতা যাচাই করিবেন। অগ্রিম প্রদানের কারণে যদি উহা অব্যবহৃত থাকে, এই জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে সকল ক্ষয়ক্ষতি বহন করিতে হইবে।

(চ) খাদ্যশস্য প্রকল্পে বিলম্বিত/ আংশিক নগদ টাকায় মজুরী প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং অনুরূপ ব্যয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে নগদ টাকা পরিশোধ করা যাইবে।

(ছ) খাদ্যশস্য প্রকল্পে নগদ টাকায় মজুরী পরিশোধ করিতে হইলে প্রকল্প কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলনপূর্বক তাহা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যাইবে; তবে সরকার নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(জ) কেবলমাত্র প্রকল্পের কাজ সমাপ্তিতে কর্মোত্তর মাপ গ্রহণের পরই খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সর্বশেষ অধিযাচনপত্র উপস্থাপন করা যাইবে। সর্বশেষ কিস্তির ডি.ও জারির পর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে। কোন কারণে স্থানীয় খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য মজুদ না থাকিলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অন্য কোন নিকটবর্তী খাদ্যগুদাম হইতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উহা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

(ঝ) কোন অবস্থাতেই এক প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করা যাইবে না। অনুমোদিত কোন প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করার পূর্বেই যদি প্রকল্পটি বাতিলযোগ্য হয় তবে ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা দ্বারা বিকল্প প্রকল্প প্রস্তাব জেলা প্রশাসক যৌক্তিকতা সহকারে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। অনুমোদিত এক প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা অন্য কোন প্রকল্পে ব্যবহার করা হইলে ঐ খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার আদায়ের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে।

(ঞ) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক বিশেষ/থোক বরাদ্দের অধীনে ২(গ) এবং ৪(ছ) এর অধীনে প্রাপ্ত বরাদ্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে উপ-বরাদ্দ আদেশ (এও) জারী করিবেন এবং একই সাথে ত্রাণ ও পূর্নবাসন অধিদপ্তর বর্ণিত অনুচ্ছেদের অধীনে প্রাপ্ত খাদশস্যের পরিবহন ও আনুষংগিক খরচের থোক বরাদ্দ্ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(ট) প্রকল্প এলাকার নিকটতম খাদ্য গুদাম হইতে খাদ্যশস্য উত্তোলন করিতে হইবে।

১১. নথিপত্র সংরক্ষণ

(১) মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত নথিপত্রসমূহ সংরক্ষণ করিবেঃ-

(ক) মাপবহি (সংলগ্নী-১০)
(খ) মাপ ও মজুরী প্রদানের কাগজপত্র সমূহ (সংলগ্নী -৯)
(গ) নিয়মিত মাষ্টাররোল সহ সমন্বিত মাষ্টাররোল (সংলগ্নী -৬ ও ৭)
(ঘ) খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য মজুদ খতিয়ান

(২) সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস পান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত নথি পত্রসমূহ সংরক্ষণ করিবেঃ-

(ক) অনুমোদিত নকশা
(খ) প্রয়োজনীয় ভাউচার
(গ) পরিদর্শন প্রতিবেদন

১২. খাদ্যশস্য পরিবহন খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় (টন প্রতি)

(ক) খাদ্যশস্যের পরিবহন ব্যয় নিম্নরূপভাবে হইবেঃ-

এলাকার ধরন	দূরত্ব ১-১০ কিঃমিঃ পর্যন্ত দর (টাকা)	দূরত্ব ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত দর (টাকা)	২১ কিঃমিঃ এবং তদূর্ধ দর (টাকা)
১. সমতল এলাকার জন্য	২৩০	২৮০	৩০০
২. হাওড় এলাকার জন্য	২৭০	৩২০	৩৫০
৩. পার্বত্য জেলার জন্য	৩০০	৩৫০	৩৮০

আলোচ্য পরিবহন ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ হইতে এবং ৪০ শতাংশ খালি চটের বস্তা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মিটানো হইবে। **চটের** খালি বস্তার মূল্য ২৫/- টাকার কম হইবে না। যদি একটি খালি বস্তার মূল্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকার কম হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সন্তুষ্ট হইলে সমন্বয় করিবেন। অতিরিক্ত পরিবহন খরচের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন। আর্থিক বছর শেষে এই খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারের নির্ধারিত খাতে জমা করিতে হইবে। পলি বস্তার মূল্য ৮/- (আট) টাকা ধার্য করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে ২০% আয় বস্তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিবহন খরচের ব্যয় সমন্বয় করিতে হইবে। অবশিষ্ট ৮০% পরিবহন ব্যয় হিসাবে বরাদ্দ দেওয়া হইবে।

(খ) এতদ্ব্যতীত খাদ্যশস্য প্রকল্পের ফরম ছাপানো, প্রকল্পের সাইনবোর্ড তৈয়ার,ষ্টেশনারী সামগ্রী এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আনুষঙ্গিক খরচের নিমিত্ত প্রতি মেঃ টন খাদ্যশস্যের জন্য ২০০/- টাকা হারে হিসাব করিয়া প্রতিটি প্রকল্প কমিটির জন্য এবং নগদ টাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিপরীতে ন্যূনপক্ষে ২০০০/- টাকা হারে আনুষঙ্গিক তহবিল প্রদান করিতে হইবে। উপজেলায় বরাদ্দকৃত এই আনুষঙ্গিক তহবিলের ৫০% দিয়া পিআইও কমিটিসমূহের জন্য নির্ধারিত ছকে নির্দেশাবলীর আলোকে

প্রয়োজনীয় ফরম এবং প্রকল্পের সাইনবোর্ড তৈয়ার করিয়া তাহা পিআইসি কে প্রদান করিবেন। এতদভিন্ন উক্ত অর্থের মধ্য হইতে প্রকল্পের কাজ নিবিড়ভাবে তদারকীর জন্য পিআইও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে সুপারভাইজার নিয়োগ করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারীদের সম্মানী এবং প্রকল্পের দেখাশুনার জন্য প্রশাসনিক/যাতায়াত খরচ বাবদ আনুষঙ্গিক তহবিলের অবশিষ্টাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে প্রদান করিতে হইবে।

(গ) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা দ্বারা গৃহীত সাধারণ প্রকল্পের আনুষঙ্গিক ব্যয় ও পরিবহন খরচের অর্থ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে কেবলমাত্র ব্যাংকে ভাঙ্গানোযোগ্য বিধি মোতাবেক ক্রস চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। শেষ কিস্তির খাদ্যশস্য /নগদ টাকা উত্তোলনের সময় হিসাবান্তে পাওনা অনুযায়ী পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের অবশিষ্ট অর্থ কমিটিকে প্রদান করিতে হইবে। আর্থিক বৎসর শেষে এই খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারের নির্ধারিত খাতে জমা করিতে হইবে। তবে অনুচ্ছেদ ২(গ) এবং ৪(ছ) অধীনে গৃহীত প্রকল্পের আনুষংগিক ও পরিবহন ব্যয়ের অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পি আই ও'র যৌথ স্বাক্ষরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে কেবলমাত্র ব্যাংকে ভাঙ্গানোযোগ্য বিধি মোতাবেক ক্রস চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(ঘ) পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের হার সরকার কর্তৃক পরিবর্তনযোগ্য।

১৩. মাটির কাজের ক্ষেত্রে মাপ ও মজুরীঃ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অধীনে শ্রমিকদের মজুরির হার প্রতি ৭ (সাত) ঘন্টা কাজের বিনিময়ে ৮ (আট) কেজি চাউল/গম ধার্য করা হইয়াছে।

(ক) মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে দর তফসিলঃ

গম/চাউল/নগদ টাকা দ্বারা গৃহীত মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত দর তফসিল অনুসরণ করিতে হইবেঃ

ক্র.নং	আইটেমের বিবরণ	একক	চাউল/সমমূল্যের গম (কেজি)	নগদ টাকার ক্ষেত্রে
০১	মূল মাটির কাজঃ স্বাভাবিক সব ধরনের রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি (প্রাথমিক লিড ৩০ মিটার এবং লিফট ১.৫০ মিটার) মাটি কাটা, উত্তোলন, বহন এবং ১৫০ মিমি স্তরে বিছানো পার্শ্ব ঢাল ও নির্ধারিত নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	২.৪৮৯	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০২	অতিরিক্ত লিফটঃ ১.৫০ মিটারের উর্ধে প্রতি ১.০০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৩৭৩	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০৩	অতিরিক্ত লিডঃ ৩০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১৫ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৫.০০ মিটারের কম নহে) জন্য। সর্বোচ্চ১০টি।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০৪	ম্যানুয়াল কম্প্যাকশন (মাটি দৃঢ়করণ): কাঠের হাতুড়ী, বাঁশের গুড়লী অথবা দুরমুজ দ্বারা ১৫০ মিমি স্তরে ঢেলা সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্ন করণ ইত্যাদি।	ঘনমিটার	০.৮০৯	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০৫	লেভেলিং, ড্রেসিং, ক্যাম্বারিং, পার্শ্ব ঢাল ঠিককরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৪৩৬	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০৬	টার্ফিং : কমপক্ষে ২২৫ বর্গ মিমি আয়তনের ঘাসের চাপড়া সরবরাহ করিয়া রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদির পার্শ্ব ঢাল এবং উপরিভাগে স্থাপন করা এবং গজাইয়া না উঠা পর্যন্ত পানি সেচসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৬২২	চাউলের সমমূল্যের টাকা

০৭	পানি সেচঃ প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি কাটার স্থান হইতে পানি নিস্কাশন ০৯ এবং নিরাপদ দূরত্বে সরানোসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	১.২৪৫	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০৮	মূল মাটির কাজঃ স্বাভাবিক মাটির পুকুর, নালা ও সেচনালা ইত্যাদি মাটিকাটা প্রয়োজনীয় দূরত্বে সরানো, সরানো মাটি লেভেলিং ড্রেসিং করা (প্রাথমিক লিড ২০ মিটার এবং লিফট ২.০০ মিটার) ইত্যাদি সকল কাজ নিয়েজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	৩.১২২	চাউলের সমমূল্যের টাকা
০৯	অতিরিক্ত লিফটঃ ২.০০ মিটারের উর্ধে প্রতি ১.০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চাউলের সমমূল্যের টাকা
১০	অতিরিক্তি লিডঃ ২০ মিটারের উর্ধে প্রতি ১০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৩.০০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৬২২	চাউলের সমমূল্যের টাকা
১১	শক্ত, কাদা, বালি মাটির জন্য অতিরিক্ত।	ঘনমিটার	০.২৪৯	
১২	সুপারভিশন (তদারকি) এর জন্য।		১%	১%
১৩	সর্দারের মজুরীর জন্য		১%	১%

(খ) মাটির সংকোচন/ ক্ষয়ক্ষতির হারঃ

প্রকল্প সমাপনান্তে ২ (দুই) মাসের মধ্যে মাপ গ্রহণকালে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী বৎসর আরও ১০% হারে হ্রাস যোগ করিয়া মাটির সংকোচন ও ক্ষতির হার বিবেচনা করিতে হইবে। মাটির কাজের ম্যানুয়াল অনুযায়ী জলাভূমি/ হাওর এলাকায় সম্পাদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫% হ্রাস যোগ হইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাইবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই মাত্রা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৪. প্রকল্পের সাইনবোর্ডঃ

মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত ১.৫২৪ মিটার×০.৯১৪ মিটার (৫ফুট×৩ফুট) আকারের বাংলায় লিখিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করিতে হইবে। উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে ইহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

সাইনবোর্ডের নমুনা- খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা প্রকল্পের জন্যঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি

আর্থিক বৎসরঃ

১। (ক) প্রকল্প নং (খ) ইউনিয়ন (গ) উপজেলা (ঘ) জেলা

২। প্রকল্পের নামঃ

৩। প্রকল্পের দৈর্ঘ্য/আয়তনঃ মিটার/বর্গমিটার

৪। (ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ (খ) সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ

৫। বরাদ্দের পরিমাণঃ (ক) মূল মাটির কজের জন্য প্রাক্কলিত গম/ চাউল/টাকার পরিমাণঃ

(খ) আনুষঙ্গিক কাজের (সর্দার/সপুারভাইজার সহ) জন্য প্রাক্কলিত গম/চাউল/টাকার পরিমাণঃ